নান্দীপাঠ

নকশাল আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করতে পেরে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। আমার জন্মের পূর্বে ঘটে যাওয়া আন্দোলন আমাদের আলোড়িত করে। সেই সময়ের ইতিহাস নানা গ্রন্থে পাঠ করে এবং নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস পাঠ করে কখনও রোমাঞ্চিত কখনও বা আপ্লুত আবার কখনও বা বিচলিত হয়েছি। তারই ফলস্বরূপ একটি মহত্তর ও বৃহত্তর কাজে হাত দেওয়ার প্রচেষ্টা পেলাম। এই প্রচেষ্টার নেপথ্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি সযত্নে আমার কাজটিকে পরিমার্জন ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতাদানের প্রয়াস পান। তাঁকে জানাই আমার প্রণাম। এছাড়া যাঁরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গ্রন্থ সরবরাহ এবং মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তাঁরা হলেন— সুজয় মণ্ডল, মৃণ্ময় রায়, কঙ্কণ দত্ত, রঞ্জিত ঘোষ, অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, ড. অধীর সরকার, অধ্যাপক উৎপল রায়, অধ্যাপক সুমিত অধিকারী, অধ্যাপক ড. ফটিকচাঁদ ঘোষ, অধ্যাপক ড. নরেন্দ্রনাথ রায়, নকশাল নেতা প্রয়াত কানু সান্যাল প্রমুখ এবং আমার সহকর্মী ও সহমর্মী অধ্যাপক ড. মনোজ ভোজ। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুদ্রণের কাজটি যিনি সম্পূর্ণ করেছেন তিনি হলেন আমার ছাত্র নয়ন দাস। তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়া এই গবেষণাপত্র পৃথিবীর আলো এত তাড়াতাড়ি দেখতে পেত না। সবার প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, বিভিন্ন পাঠাগার থেকে নানা সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল— লিটল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, বীণাপাণি টাউন লাইব্রেরী, শিল্পী পরিষদ লাইব্রেরী, মানিকচক লাইব্রেরী, লালবাথানী কিশোর লাইব্রেরী, জাগৃহী সংঘ ও পাঠাগার (কোচবিহার)। এই গবেষণার জন্য যাদের ত্যাগ সর্বাধিক, তারা হল আমার স্ত্রী লিপিকা বর্মা ও পুত্র কৌস্তভ বসুনিয়া। ওদের প্রতি রইল গভীর ভালোবাসা।

নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া

নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া